যুগান্তর

4 APR 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ১

অচলাবস্থায় চার বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। নানামুখী স্বার্থে সংঘাতময় জটিল পরিস্থিতির ভিতর দিয়া ঐ বিশ্ববিদ্যালগুলির প্রশাসন চলিতেছে কিংবা স্থবির হইয়া পড়িয়াছে। অযোগ্যতার অভিযোগ উঠিয়াছে শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের পদত্যাগ চাহিতেছে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি। সার্ক টুরকে কেন্দ্র করিয়া পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট করিয়াছে। যদিও ফাইনাল পরীক্ষা ধর্মঘটের বাহিরে রাখা হইয়াছে। উপাচার্যের সহিত রেজিস্ট্রারের দ্বন্দ্ব হইতেই ১৩ শিক্ষক পদত্যাগ করিয়াছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের। চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ই কেবল নয়, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও রাজনৈতিক কারণে প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যাহা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থাপনায় চাপ সৃষ্টি করে। সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যার ধরন এক রকম, কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংকটজাত, পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা তেমন জটিল নয়, তবে শোভনও নয়, নয় শিক্ষা অনুকূল। আর জাহাঙ্গীরনগরের সমস্যা দুটি পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক 'চেতনার' স্বার্থবাদিতার সংকট। মূলত এই রাজনৈতিক স্বার্থ কতটা নাক্কারজনক হইয়া উঠিতে পারে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ ও ক্ষমতা গ্রহণের মধ্যরাতের নাটক উহার উদাহরণ হইয়া রহিয়াছে। অতি সম্প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ লইয়া যে রকম দলবাজি দেখানো হইল, তাহা এক নাক্কারজনক ঘটনা। এই সকল ঘটনা আমাদের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে কি রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাহা হতাশাক্রান্ত শিক্ষার্থীদের মুখ না দেখিলে অনুমান করা যায় না। কিন্তু তাহাদের দিকে কে তাকাইবে? উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ব্যক্তি। কিন্তু এই পদ পূরণকারীরা সরকারি তরফের ইচ্ছায় নিয়োগপ্রাপ্ত হন বিধায় ভিন্ন মতাবলম্বী শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিয়তই ইহার বিরুদ্ধে নানা চাল চালিয়া থাকেন। ছাত্রদের উস্কাইয়া দেওয়া, কর্মচারীদের উত্তপ্ত করিয়া প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি করা, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে বিঘ্ন সৃষ্টি কিংবা দলীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ কম যোগ্যকে নিয়োগদান প্রভৃতির ফলে শিক্ষার মান নামিয়া যাইতেছে। পড়াশোনা কতটা হয় তাহা শিক্ষার্থীরাই ভাল বলিতে পারে। বাহির হইতে যতটা জানা যায়, তাহা হইল শিক্ষক রাজনীতি গোটা শিক্ষা পরিবেশকে স্থবির করিয়া দিতেছে- সে হউক ক্ষমতাসীন দলের পক্ষের, হউক বিরুদ্ধবাদীদের। উল্লিখিত চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত ভিসিরা যোগ্য কি অযোগ্য উহা বিচার্য হয় নাই নিয়োগকর্তাদের নিকট। সমস্যা সেইখানে যেমন নিহিত তেমনি অন্তর্দলীয় কোন্দল উহার জন্য কম দায়ী নয়। এই সকলই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে নস্যাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

জাতির শিক্ষা মেরুদণ্ড যদি শক্ত-পোক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা না যায় তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষাপীঠের উপযোগিতা কী? বিষয়টি তাই গভীর দৃষ্টি দিয়া ভাবিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানাই। এমনিতেই সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভর্তি করা যাইতেছে না, সেইখানে বিরাজমান প্রতিকূলতার শিকার হইলে উহার দায় উপাচার্যসহ প্রশাসনের কাঁধেই বর্তাইবে। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয় চারটির অচলাবস্থা নিরসনে বিলম্ব হইবে গর্হিত ও অনুচিত।